বয়সসীমা বাতিলের দাবিতে অনশনে ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৬ জুন ২০১৯ ১৩:১১ | আপডেট: ১৬ জুন ২০১৯ ১৩:১১

কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও নতুন কমিটির সদস্য হওয়ার বয়সসীমা বাতিলের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছে ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটি। আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করছে তারা। তবে আজ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কোনো তালা কিংবা কোনো উত্তেজনা দেখা যায়নি।

এর আগে একই দাবিতে গত মঙ্গলবার দিনভর বিক্ষোভ ও অনশন করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এদিন তারা নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন, বিচ্ছিন্ন করে দেন ভবনের বিদ্যুৎসংযোগ। ভেতরে থাকা ছাত্রদলের এক নেতাকে মারধরও করেন তারা।

advertisement

বিএনপির কয়েক নেতা ও ছাত্রদলের সাবেক কয়েক নেতা বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলেও সারা দিনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। পরে বিকেলে সার্চ কমিটির নেতারা গুলশানে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন। এতে স্কাইপিতে যুক্ত হন লন্ডনে অবস্থানরত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেন তিনি।

ওইদিন ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির সহসভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবির আমাদের সময়কে বলেন, ‘আমরা রোববার (আজ) পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখব আমাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি আমাদের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয় তা হলে সোমবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন কর্মসূচি পালন করব।’

তিনি আরও বলেন, ‘যদি ছাত্রদলের কমিটি বয়সের ভিত্তিতে হতে পারে, তা হলে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, কৃষক দলের কমিটিতেও বয়স নির্ধারণ করতে হবে। মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বরচন্দ্র রায় তারাও তো যুবদলের সফল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তাদের বয়স ওই সময় কত ছিল? ৩৫-এর বেশি নয়। তাই আমাদের দাবি, ছাত্রদলের মতো অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন বিলুপ্ত করে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করে আমাদের পুনর্বাসন করা হোক। ওই সব কমিটিও কাউন্সিলের মাধ্যমে করতে হবে।’

গত ৩ জুন রাতে কমিটি বিলুপ্ত করে গণমাধ্যমে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কমিটিতে নেতা হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে জানানো হয়েছে, অবশ্যই বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হতে হবে। কেবল ২০০০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে যে কোনো বছরে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ ঘোষণায় বিলুপ্ত কমিটির নেতারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের অভিযোগ, এটা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নয়। তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ মালয়েশিয়া প্রবাসী বেলায়েত হোসেন গত দেড় মাস আগেই এক সাংবাদিককে বলেছেন, ছাত্রদলের পরবর্তী কমিটিতে নেতা হতে গেলে বয়স হতে হবে ৩৪-৩৫ বছর।

এ বিষয়ে ইখতিয়ার কবির বলেন, ‘নেতা হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে ২০০০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে যে কোনো বছরে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এমন শর্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একে ১৯৯৯ অথবা ১৯৯৮ করলে সমস্যা কোথায়? যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে নতুন কমিটি করলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে

না।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের অক্টোবরে রাজীব আহসানকে সভাপতি ও আকরামুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দুবছর মেয়াদি ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০১৬ সালের অক্টোবরে। নতুন কমিটি করতে চলতি বছরের মার্চে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-এমন ১২ নেতার সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি করা হয়।

সার্চ কমিটির নেতারা হলেন- শামসুজ্জামান দুদু, ড. আসাদুজ্জামান রিপন, আমান উল্লাহ আমান, রুহুল কবির রিজভী, খায়রুল কবির খোকন, আজিজুল বারী হেলাল, এবিএম মোশাররফ হোসেন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, আমিরুল ইসলাম খান আলিম, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, হাবিবুর রশীদ হাবিব।

গত কয়েক মাসে সার্চ কমিটির নেতারা নিজেদের মধ্যে ছাড়াও তারেক রহমানের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। তাদের পরামর্শ নিয়ে তারেক রহমানের নির্দেশে ঈদের আগের দিন কমিটি বাতিল করা হয়। সেই সঙ্গে নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্যতা নির্ধারণী তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়। এর একটি হচ্ছে বয়সসীমা।